৬।

ভোরের কাগজ

তারিখ 13 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

উপকরণ ও শিক্ষকের অভাব, আত্তীকরণ দ্বন্দ্ব, দলাদলি, ছাত্র সন্ত্রাস ইত্যাদি

নানা সমস্যায় কলেজ শিক্ষা নাস্তানাবুদ

ইব্রাহিম আজাদ : যোগ্য শিক্ষক ও ন্যূনতম ভৌত সুযোগ সুবিধার অভাব, ক্লাসে শিক্ষকদের অনুপস্থিতি, ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সংসদের দৌরাত্ম্যের ফলে কলেজ স্তরের শিক্ষায়ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বিসিএস ক্যাডার শিক্ষক ও আত্তীকরণকৃত শিক্ষকদের দ্বন্দ্বে কলেজে শিক্ষার পরিবেশের আরো অবনতি ঘটেছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, সরকারি বেসরকারি প্রায় প্রতিটি কলেজেই ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকের প্রকট অভাব রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষক থাকলেও তারা ক্লাসে ভালোভাবে পাঠদান করতে পারেন না। ফলে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে উপস্থিত থাকতে উৎসাহিত হয় না। অনেক কলেজ শিক্ষক আবার নিয়মিত কলেজে যান না। বিশেষ করে থানা সদর ও গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোর বেশিরভাগ শিক্ষক অবস্থান করেন শহরে। এতে সিলেবাস শেষ না হওয়ার অজুহাতে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে অবাধে নকল করার অলিখিত অনুমতি পেয়ে যায়। শিক্ষকরাও আর তাতে বাধা দিতে পারে না।

এদিকে শিক্ষার্থীরা কলেজে ক্লাস করার চেয়ে গৃহশিক্ষকের কাছে বা কোচিং সেন্টারে গিয়ে লেখাপড়া করতে বেশি উৎসাহী। ফলে শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগ কলেজে গেলেও শ্রেণীকক্ষের পঠন পাঠনের ওপর মনোযোগী নয়। প্রায় শিক্ষক আবার ভোর থেকে দু তিন ব্যাচ প্রাইভেট পড়িয়ে কলেজে যান ক্লান্ত হয়ে। ফলে তারাও ক্লাসে ভালোভাবে পাঠদান করতে পারেন না।

আরো জানা যায়, কলেজগুলোতে ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধারও অভাব রয়েছে। বিশেষ করে বেসরকারি বেশিরভাগ কলেজেই পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষ, চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চ নেই। ফলে, শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি করে বসতে হয়। কোনো কোনো কলেজে লাইব্রেরিও নেই। আর থাকলেও বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। ল্যাবরেটরি, রাসায়নিক যন্ত্রপাতিরও অভাব রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য কমনরুম, খেলাধুলার সরঞ্জাম, টয়লেট প্রভৃতির পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধাও নেই। কোনো কোনো বেসরকারি কলেজের অবস্থা আরো করুণ। কাঁচা বা আধাপাকা এসব কলেজে শিক্ষকদের বসারও আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই।

● এর পর পৃষ্ঠা—

নানা সমস্যায় কলেজ শিক্ষা নাস্তানাবুদ

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে অপরিকল্পিতভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠাও এর জন্য দায়ী বলেও জানা গেছে।

অন্যদিকে স্কুল থেকে কলেজে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা এক ধরনের স্বাধীনতা পেয়ে যায়। স্কুলের মতো কড়া নিয়ম কানুন আর কলেজে নেই। তাছাড়া প্রতিটি কলেজেই আছে রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠন। কলেজে ভর্তিসহ আধিপত্য বিস্তারের জন্য এসব সংগঠনের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে শিক্ষার পরিবেশ হানাহানিতে বিপর্যস্ত হয়। আবার কোনো কোনো কলেজ কোনো একটি একক ছাত্রসংগঠন বা ছাত্র সংসদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। কলেজে ভর্তিসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ড অনেকটা ঐ ছাত্র সংগঠন বা ছাত্র সংসদের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। ফলে ছাত্র নেতারা কলেজে পড়া অবস্থাতেই নানাভাবে অবৈধ অর্থ উপার্জনের সুযোগ পেয়ে যায়। বিশেষ করে নামী সরকারি কলেজগুলোতে এ জন্য ছাত্রনেতাদের দৌরাত্ম্য বেশি।

এদিকে সরাসরি সরকারি চাকরিতে নিয়োগকৃত বিসিএস সাধারণ শিক্ষক এবং বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের পর সরকারি চাকরিতে আত্তীকৃত শিক্ষকদের পদোন্নতি দিয়ে বিরাট জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। উভয় পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়িতেও লিপ্ত। আদালতে এ ব্যাপারে মামলাও হয়েছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে প্রায় সরকারি কলেজে বিসিএস সাধারণ শিক্ষক ও আত্তীকরণকৃত শিক্ষকদের মধ্যে কথা বলা বন্ধ হওয়ারও উপক্রম হয়েছে। এতে কলেজে শিক্ষার পরিবেশের আরো অবনতি ঘটেছে।

এ বিষয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব অধ্যাপক কফিলউদ্দিন বলেন, আমাদের মূল দাবি হচ্ছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের যে ৯ হাজার ২৪৭টি ক্যাডার পদ আছে তাতে আত্তীকরণকৃত শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়া চলবে না। কারণ এতে আমাদের লোকজন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের ৭ হাজার ২০০ জন শিক্ষকের মধ্যে সহকারী অধ্যাপক মাত্র সাড়ে ৬শ'। এক একজন প্রভাষককে পদোন্নতি পেতে ১৯/২০ বছর লেগে যায়। অপরদিকে আত্তীকরণকৃত শিক্ষকদের ৭/৮ বছরের মধ্যেই সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে যান। তাদের সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষকের মধ্যে এখন পনেরশ' সহকারী অধ্যাপক। যা আমাদের দ্বিগুণেরও বেশি।

এ দ্বন্দ্বের কারণে কলেজে শিক্ষার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, এতে শিক্ষকরাও পাঠদানে অমনোযোগী হচ্ছে। তবে তিনি বলেন, তারাও তো শিক্ষক। আমরা এর সম্মানজনক সমাধান চাই। আত্তীয়করণকৃত শিক্ষকরা যে যে কলেজের শিক্ষক সে সে কলেজে স্থায়ীভাবে থেকে গেলেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। কারণ তাদের সেসব কলেজে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

অপরদিকে আত্তীকরণকৃত শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক পরিষদের যুগ্ম মহাসচিব অধ্যাপক মতিউর রহমান গাজ্জালি বলেন, হঠাৎ করে ক্যাডার, নন ক্যাডার প্রশ্নে কিছু শিক্ষক সরকারী শিক্ষকদের ঐক্য বিনষ্ট করায় শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে। আত্তীকরণ বিধিমালা '৮১-এর সংশোধনীর প্রয়োজন পড়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় আত্তীকরণ বিধিমালা '৮৫ প্রণয়ন করেছে। যা বাস্তবায়নের জন্য হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে। তাই আমরা সরকারের কাছে সুপ্রিম কোর্টের রায় অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য দাবি জানাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন, এ দ্বন্দ্ব নিরসনে শিক্ষামন্ত্রী, সচিব, মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ দুপক্ষের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে সমঝোতার উদ্যোগ নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। না হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।